হিমালয় সুন্দরী নেপাল

লিখেছেন **শেগুফতা শারমিন**

প্রতিটি মানুষের মনে যে স্বর্গের ছবি আঁকা আছে, সেখানে সবচেয়ে সুন্দর অংশটুকু নিশ্চয়ই ইডেনের। যেখানে অ্যাডাম আর ঈভ নিত্য প্রেমের নীড় রচনা করে চলেছেন। এতো তাড়াতাড়ি সে স্বর্গে যেতে না চাইলেও কিন্তু খুব সহজেই ঘুরে আসা যায় বাইবেলের ইডেন গার্ডেন থেকে! ইচ্ছে করলে মাত্র আড়াই ঘন্টার মাথায় যে কেউ পৌঁছে যেতে পারেন স্বপ্নের ইডেনে, হয়ে যেতে পারেন অ্যাডাম আর ঈভ। কিভাবে? মাত্র এক ঘন্টা পনেরো মিনিটের বিমান ভ্রমণে কাঠমান্ডু ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে আরো এক ঘন্টা পনেরো মিনিটে মাত্র আটাশ কিলোমিটার দূরে নাগরকোট। আর নাগরকোটের একদম মাথার ওপর অর্থাৎ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুতে দি ফোর্ট রিসোর্ট। যার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা একেবারেই অসম্ভব। কোনো মতে এর কাছাকাছি উপমা খুঁজতে গেলে বাইবেলের সেই বাগান ছাড়া আর সব কিছুকে মনে হয় অতি নগণ্য।

ছয় দিন নেপাল ভ্রমণের পঞ্চম দিনে কাঠমান্ডু থেকে প্রাচীন রাজধানী শহর ভক্তপুর ঘুরে যখন নাগরকোটের পথে গাড়ি গড়ালো, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তখনই জানান দিলো সামনে অপেক্ষা করছে অনেক বড় চমক। কারণ যার পথটাই এতো সুন্দর, সে নিজে তো অনিন্দ্য সুন্দর না হয়ে পারেই না। কাঠমান্ডু উপত্যকা ছেড়ে ধীরে ধীরে গাড়ি উঠে যাচ্ছিল ২১৯৫ মিটার উঁচুতে। স্বর্গের পথ দুর্গম হওয়াই স্বাভাবিক। একটা গাড়ি যাওয়ার জন্য পাহাড় কেটে কেটে তৈরি পিচঢালা পথ। প্রথমে ১০-১৫ মিনিট গাড়ি থেকে যতদূর দেখা গেল শুধুই সোনালি গমের ক্ষেত। এরপর যত উঁচুতে উঠছি ততই সোনালি কমে সবুজে আটকে যাচ্ছে চোখ। এক সময় দেখা গেল, রাস্তা বাদে পুরো পাহাড়টাই যেন উইপিং উইলোর বন। এ বনের পথেই মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল সুন্দর সুন্দর হোটেল। মনে হলো এগুলোর

একটিতে উঠে পড়ি। কিন্তু ধৈর্য ধরে একদম ২০০০ মিটার উপরে উঠতেই পেয়ে গেলাম ফোর্ট রিসোর্ট।

প্রাচীন দুর্গের নকশায় তৈরি এ রিসোর্টটির বয়স মাত্র ১৫ বছর। এ অঞ্চলের সবচেয়ে পুরনো রিসোর্ট। চারতলা মূল ভবন ছাড়াও রয়েছে মোট ১৭টি দোতলা, তিনতলা বাংলো- একটা আরেকটা থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। পুরো রিসোর্টটাই হাজার রকম গাছ, ফুল, পাখি আর প্রজাপতিতে পরিপূর্ণ। সবকিছুর ওপর বোনাস হলো এটা অসম্ভব সুন্দর একটা মাউন্টেন ভিউ পয়েন্ট। এই রিসোর্ট থেকেই দেখা যায় সকালের সূর্যোদয় আর মাউন্ট এভারেস্টসহ বেশ কয়েকটি শৃঙ্গের সফেদ হাতছানি।

শুধু নগরকোটই নয়, ছোট্ট এই সফরসূচিতে নেপালের যে জায়গায় গিয়েছি সেটাই মনে হয়েছে অন্য সব জায়গার চেয়ে সুন্দর। আসলে হিমালয়ের এই মেয়েটির প্রতি বর্গইঞ্চির সৌন্দর্যই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। প্রতিটি স্পটই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। কাঠমান্ডু শহরে থাকলে কারো পক্ষে বোঝাই সম্ভব নয়, হিমালয়ের কত কাছে রয়েছি। কারণ পাঠান, ভক্তপুর ও কাঠমান্ডু নামের তিনটি প্রাচীন রাজ্য নিয়ে প্রায় সমতল কাঠমান্ডু উপত্যকা ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পাহাড়ের বেষ্টনীতে। তিনটি রাজ্যের দরবার স্কোয়ারই এখন ইউনেস্কো ঘোষিত 'বিশ্ব ঐতিহ্য'। এছাড়া কাঠমান্ডুর স্বয়ম্ভুনাথ স্তুপা (মন্দির), পশুপতিনাথ মন্দির বিশ্ব ঐতিহ্য তো বটেই, ধর্মীয় স্থানের পরিচয় ছাপিয়ে এগুলো এখন শহরের অন্যতম ট্যুরিস্ট ডেসটিনেশন।

কাঠমান্ডু শহর থেকে ২১০ কিলোমিটার দূরে পোখারা। নেপালের আরেকটি বিউটি স্পট। ট্যুরিস্ট বাসে ২১০ কিলোমিটারের পাহাড়ি পথ পাড়ি দিতে সময় লাগে সাত ঘন্টা। প্রায় পুরোটা সময় পাহাড়ি পথের কোলঘেঁষে ছুটে চলে স্বচ্ছ উন্মাতাল পাহাড়ি নদী। মাঝে মাঝেই সাদা ফেনিল পানিতে চোখে পড়ে কমলা, লাল রঙের র‍্যাফটিং বোট। পাহাড় কেটে তৈরি করা পুরো রাস্তাটি এক কথায় ভয়ঙ্কর। সুন্দর তো বটেই!

পোখারার সবচেয়ে বিখ্যাত স্পট ফেওয়া লেক। পাহাড়ের বুকে শান্ত সবুজ জলে নৌকা করে ঘোরা বা মাছ ধরার আনন্দ অবিস্মরণীয়। তবে আমরা দেখেছি ফেওয়ার এক ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য। বেলা দুটোয় পোখারা পৌঁছে আমরা উঠেছিলাম একেবারে লেকের পাড়ঘেঁষা পাখির নীড়ের মতো 'হোটেল ট্রেক ও টেল'-এ। রুমে ঢুকতেই শুরু হলো আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি। জানালা দিয়ে দেখছি এক জলের বুকে আরেক জলের সর্বস্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্য। পাহাড়, হ্রদ, বৃষ্টি- প্রকৃতির তিন সুন্দরীর মাঝে যেন সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা।

U¨vwWkbvj †bcvwj bZ¨

গ্যালাক্সি হলিডেজ

তাজ মিরর, (ষষ্ঠতলা)
২৫ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা
ফোন : ০১৭৩০০৫৩০৬
৯৮৮৮০৫৫, ৯৮৮৫৮৭১
ইমেল : qadir.holidays@galaxybd.com

'নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড ট্যুরিস্টদের সুবিধার জন্যে সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে। পৃথিবীর খুব কম দেশই আমাদের মতো ট্যুরিস্টদের প্রতি এতোটা যত্নবান'

উজ্জালা দালি gv‡KwUs I c‡gvkb g¨v‡bRvi †bcvj U¨vwiRg tevW

bvMi‡Kv‡Ui †dvU wi‡mvU t_‡K †Zvjv Qwe| †g‡Ni †Kv‡j fvm‡Q wngvjq

এই বসন্তে নেপালের যে রূপ আমরা দেখলাম, একটু হলেই সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম। যদি কিনা কান কথায় কান দিতাম। আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা যে-ই শুনেছে, সে-ই নিরুৎসাহিত করেছে এ সময় নেপাল যেতে। কেন? জরুরি অবস্থা, মাওবাদী- এসবের ভয়। এমন অবস্থা, যেন নেপালে পা রাখলেই মাওবাদীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হবে। আমরাও ভাবলাম, যাক এবার না হয় মাওবাদীদের দেখতেই নেপাল যাই। কিন্তু কিসের কি! সে আশায় পুরোপুরি গুড়েবালি। দু'দিনেই বুঝতে বাকি থাকলো না যে এটা কোনো কোনো দেশের বিশেষ করে ভারতীয় মিডিয়ার বানানো বিশাল জুজু।

নেপালের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতেই তারা মাঝে মাঝে আক্রমণ করে। এছাড়া অন্যান্য অংশে সেভাবে প্রভাব নেই বললেই চলে। এছাড়া মাওবাদীদের স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া আছে, কোনো পর্যটকের কোনো রকম ক্ষতি তারা করবে না।

তারপরও মাওবাদী আতঙ্কে নেপালের অর্থনীতির এখন বিপর্যস্ত অবস্থা। মাওবাদীরা ট্যুরিস্টদের কোনো ক্ষতি করে না, কিন্তু তারা মাঝেমধ্যে ধর্মঘট ডাকে। ট্যুরিস্টরা আটকা পড়ে যায়। এ বিষয়ে কথা হলো নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের মার্কেটিং ও প্রমোশন ম্যানেজার উজ্জালা দালির সঙ্গে। তিনি বললেন, 'এই মুহূর্তে নেপালে ট্যুরিস্টদের জন্যে কোনো রকম সমস্যা নেই। যেকোনো ট্যুরিস্ট নেপালে এসে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে। এখনো যারা আসছে তাদের কারোরই কোনো সমস্যা হচ্ছে না। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ড ট্যুরিস্টদের সুবিধার জন্যে সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে। পৃথিবীর খুব কম দেশই আমাদের মতো ট্যুরিস্টদের প্রতি এতোটা যত্নবান।'

cvnvo b`xi Icii weR

সুরাজ লামিচেন *cwiPvjK †mjm I gv‡K©wUs U¨v‡fj †bU B›Uvib¨vkbvj (cvt) wjwg‡UW*

নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের কাজকর্ম দেখলে সেটার প্রমাণও পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কথা হলো ট্যুরিজম ব্যবসায়ী সুরাজ লামিচেনের সঙ্গে। সুরাজ নেপালের ট্রাভেল নেট ইন্টারন্যাশনাল (প্রোঃ) লিমিটেডের সেলস ও মার্কেটিং বিভাগের পরিচালক। তিনি বললেন, 'ট্যুরিজম বোর্ড খুবই ভালো কাজ করছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আমরা সমস্যায় পড়ে গেছি। গত ১৪ বছরে ১৪ জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, এখন দায়িত্ব নিয়েছেন রাজা নিজে, মাওবাদীদের বিষয়টি তো আছেই। এই সিজনটা আমাদের ভালো যায়নি, আগামী সিজনের অপেক্ষায় আছি আমরা।'

যদি আগামী সিজনটাও ভালো না যায় তাহলে পুরোপুরি ধসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে নেপালের অর্থনীতি। কাঠমান্ডু, পোখারা, নাগরকোট সবখানেই দেখেছি বিশাল বিশাল হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলো সাজিয়ে-গুজিয়ে বসে আছে ট্যুরিস্টের অপেক্ষায়। কিন্তু ট্যুরিস্ট নেই।

এ সুযোগটাই নিতে পারেন বাংলাদেশের ট্যুরিস্টরা। বিমান এবং হোটেল ভাড়া থেকে শুরু করে সবকিছুর খরচ এখন অনেক কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্ধেকেরও কম। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের বাংলাদেশের পাবলিক রিলেশন রিপ্রেজেনটেটিভ সৈয়দ গোলাম কাদির। তিনি বাংলাদেশের ট্যুরিজম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি হলিডেজের জেনারেল ম্যানেজার। এ সময়ে নেপাল ভ্রমণ বিষয়ে গোলাম কাদির বলেন, 'এ সময়টা নেপাল ভ্রমণের সবচেয়ে ভালো সুযোগ। ট্যুরিস্ট কম, খরচও কম। অনেক কম খরচে নেপাল ভ্রমণের নানা রকম ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের। বাংলাদেশের অনেক মানুষ এখন যাচ্ছেও। যে কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আমরা সব রকমের সহযোগিতা করবো।'

বাংলাদেশের আশপাশের দেশের তুলনায় নেপাল বেশ এক্সপেনসিভ। ডিসকাউন্টের সুযোগ নিয়ে নেপাল ঘুরে আসার এখনই সময়।

†cvLivi †dIqv †jK